বাঁদিকে, গার্ড অফ অনার গ্রহণ করছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধনাথ গুপ্তা, কলকাতার নগরপাল অজয় নন্দ। মাঝে, মন্ত্রিসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও পাঁচ মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, অশোক কীর্তনীয়া, ক্ষুদিরাম টুডু ও নিশীথ প্রামাণিক। রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্ত, বিদায়ী মুখ্যসচিব দুষ্যন্ত নারিয়ালা, অর্থসচিব প্রভাত মিশ্র, কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের সচিব রাজেশ পান্ডে, স্বরাষ্ট্রসচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ, ভূমি দপ্তরের সচিব বন্দনা যাদব। নবান্নে, সোমবার। ডানদিকে, বিধাননগরে বিজেপির কার্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সতীশ ধন, সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, প্রাক্তন সাংসদ লকেট চ্যাটার্জি, দলের সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী এবং মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার। সোমবার। ছবি: অভিজিৎ মণ্ডল, আজকাল

কোনও কাজ যেন আটকে না থাকে: মুখ্যমন্ত্রী

জেলাশাসক, বিধায়কদের নির্দেশ

আজকালের প্রতিবেদন

আইনসম্মত ভাবে কাজ করতে হবে। দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। আইনশৃঙ্খলার বিষয়ে বিধায়করা জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে কথা বলে নেবেন। উন্নয়নের বিষয়ে জেলাশাসকদের সঙ্গে কথা বলবেন বিধায়করা। সোমবার, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিধায়ক ও জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকে এই নির্দেশ দিয়েছেন। এদিন নবান্ন সভাঘরে বিধায়করা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন সমস্ত জেলাশাসক। ওই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, কর আদায় যেন ঠিক ভাবে হয়। এই নিয়ে কোনও দুর্নীতি চলবে না। কয়লা পাচার, গোরু পাচার, তোলাবাজি বন্ধ করতে হবে এলাকায়। কাজের অগ্রগতি কতটা হল, তা নিয়ে এক মাস পর আবার বৈঠক হবে। সরকারি বাসে মহিলারা বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশ, প্রশাসনকে কড়া হতে হবে। বাংলায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এদিনের বৈঠকে বিভিন্ন এলাকার বিধায়কদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আগামী সোমবার থেকে জোরকদমে কাজে নেমে পড়তে হবে। উন্নয়নের কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে। নজর রাখতে হবে রাস্তাঘাট, পানীয় জল পরিষেবা যেন রাজ্যের মানুষ পান। সেই সঙ্গে জলাভূমি ভরাট রুখতে হবে। বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশনের (গ্রামীণ) অন্তর্ভুক্ত ১২৫ দিনের কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে। জব কার্ডের সঙ্গে ব্যাঙ্ক লিঙ্ক করা হবে। তফসিলি জাতি ও জনজাতি শংসাপত্র নিয়ে যে যে জায়গায় দুর্নীতি হয়েছে, তা খুঁজে বার করতে জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বাড়ি তৈরির প্রকল্পে যাঁরা যোগ্য নন, অথচ টাকা নিয়েছেন, তাঁদের থেকে টাকা ফেরত নিতে হবে। এ ব্যাপারে সরকার গাইডলাইন নির্দিষ্ট করে দেবে। উন্নয়নের কাজের বিষয়গুলি জানিয়ে জেলাশাসকদেরকে লিখিত ভাবে দিতে হবে বিধায়কদের। কোনও কাজ যেন আটকে না থাকে। এদিন কয়েকজন বিধায়ক বৈঠকের পর জানান, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন দুর্নীতি দূর করা এবং নির্বাচনের সময় সঙ্কল্পপত্রে যে যে ঘোষণা করা হয়েছিল, তা যেন যথাযথ ভাবে পালন করা হয়। প্রত্যেক বিধায়ককে তাঁর এলাকার কাজের অগ্রাধিকারের বিষয়টি চিহ্নিত করতে হবে।

মনোনীত ও অবসরের পরও পদে থাকা আধিকারিকদের মেয়াদ শেষের নির্দেশ

আজকালের প্রতিবেদন

বিভিন্ন বোর্ড, সংস্থা, বিধিবদ্ধ নয় এমন সরকারি সংস্থা ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় আগের সরকারের মনোনীত অধিকর্তা, চেয়ারপার্সন এবং সদস্যদের কাজের মেয়াদ শেষ করা নিয়ে নির্দেশিকা জারি করল নতুন রাজ্য সরকার। অবসরের পরেও যে-সব আধিকারিক সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বে ছিলেন, তাঁদের পুনর্বহালের মেয়াদ শেষের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। সোমবার এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। অবিলম্বে এই নির্দেশ কার্যকর করতে বলা হয়েছে। তবে এখনও উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত না হওয়ায় আইনি জটিলতা এড়াতে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি পার্থ কর্মকার ও সচিব প্রিয়দর্শনী মল্লিককে ইস্তফা দিতে বারণ করা হয়েছে। ১৪ মে উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর এ ব্যাপারে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বিজ্ঞপ্তি জারির পরই ইস্তফা দিয়েছেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গাঙ্গুলি এবং সচিব সুব্রত ঘোষ। নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাঝপথেই ইস্তফা দিয়েছেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার। ইস্তফা দিয়েছেন কলকাতা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান কার্তিক মান্না। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি এবং রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদ থেকেও ইস্তফা দেওয়ার কথা গৌতম পালের। রাজ্যে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা রয়েছে ২৪ মে। উচ্চশিক্ষায় কলেজ সার্ভিস কমিশনের মনোনীত পদাধিকারীদেরও পদত্যাগ করার কথা। অনেকেই এখনও করেননি। অনেকেই করেছেন এবং আগের কর্মক্ষেত্রে ফিরতে 'রিলিজ' অর্ডার চেয়েছেন। অবসরের পরও সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের আগেই দপ্তরে আসতে নিষেধ করেছিল নবান্ন। লোকভবন থেকে আসা নির্দেশ সমস্ত দপ্তরে জানানো হয়েছিল। প্রশাসন সূত্রে খবর, এমন প্রায় ৫০০ জন ছিলেন। প্রশাসনের বিভিন্ন উপদেষ্টা পদে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা আগেই ইস্তফা দিয়েছেন।

হিমন্ত বিশ্বশর্মার শপথে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

অসমে হিমন্ত বিশ্বশর্মা নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিচ্ছেন, আজ মঙ্গলবার। এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে থাকবেন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্টমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ বিশিষ্টরাও থাকছেন। থানাপাড়ার ভেটেরিনারি কলেজ খেলার মাঠে এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। অসমের রাজ্যপাল লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্য রাজ্যের নতুন সরকার গঠনের জন্য হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

HDFC BANK

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপট মার্গ, লোয়ার পরেল, মুম্বই- ৪০০০১৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল ৮(১)]

যেহেতু,
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স মা হোটেল অ্যান্ড ব্যাঙ্কোয়েট,** যার নিবন্ধীকৃত কার্যালয় ওয়ার্ড নং ৩০, ২২ এন ৬১৩ নিউ রোড, ওল্ড সেনরেলগ রোড, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩০৫-এ অবস্থিত, মিঃ সুদর্শন দাস, ১৭০, আপকার গার্ডেন, জি টি রোড, আসানসোল-০৪, রঘুনাথ চক, ইউ সি ডাঙ্গা, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩০৪ এবং এছাড়াও ওয়ার্ড নং ৩০, ২২ এন ৬১৩ নিউ রোড, ওল্ড সেনরেলগ রোড, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩০৫, মিঃ জয়দীপ দাস, ১৭০, আপকার গার্ডেন, জি টি রোড, আসানসোল-০৪, রঘুনাথ চক, ইউ সি ডাঙ্গা, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩০৪ এবং এছাড়াও ওয়ার্ড নং ৩০, ২২ এন ৬১৩ নিউ রোড, ওল্ড সেনরেলগ রোড, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩০৫, মিসেস শর্মিলা দাস, ১৭০, আপকার গার্ডেন, জি টি রোড, আসানসোল-০৪, রঘুনাথ চক, ইউ সি ডাঙ্গা, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩০৪ এবং এছাড়াও ওয়ার্ড নং ৩০, ২২ এন ৬১৩ নিউ রোড, ওল্ড সেনরেলগ রোড, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩০৫ এবং মিসেস মহুয়া দাস, ১৭০, আপকার গার্ডেন, জি টি রোড, আসানসোল-০৪, রঘুনাথ চক, ইউ সি ডাঙ্গা, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩০৪ এবং এছাড়াও ওয়ার্ড নং ৩০, ২২ এন ৬১৩ নিউ রোড, ওল্ড সেনরেলগ রোড, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩০৫-এর প্রতি উক্ত শীর্ষাঙ্কিত অ্যাক্টের ১৩(২) ধারাধীনে ০৬.০১.২০২৬ **তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি** জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, ৩১.১২.২০২৫ তারিখের ভিত্তিতে ₹৯০,৪১,৬৮৬.১১/- (নব্বই লক্ষ একচল্লিশ হাজার ছশো ছিয়াশি টাকা এবং এগারো পয়সা মাত্র) বকেয়া সুদসমেত আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। উক্ত ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারগণ দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারগণ এবং জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, **এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিক** হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী **১১ মে, ২০২৬ তারিখে** উক্ত রুলসমূহের রুল ৯-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্বারা নিম্নলিখিত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন ওপরে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক ও পরবর্তী সুদ সমেত এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে। সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
১টি লিভিং কাম ডাইনিং রুম, ২টি বেডরুম, ১টি টয়লেট, ১টি কিচেন এবং ১টি ব্যালকনি সমন্বিত ফার্স্ট ফ্লোরে প্রায় ৬২৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট আবাসিক অ্যাপার্টমেন্ট নং ইউভি-৩৭-০২বি-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: উদয়ন- দ্য কন্ডোভিল-এর উৎসর্গ-উৎসব হাউসিং কমপ্লেক্সের মধ্যে অবস্থিত, মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ১০৫০/১, সার্ভে পার্ক, কলকাতা ৭০০০৭৫। সম্পত্তির মালিকানা সুদর্শন দাস এবং শর্মিলা দাসের নামে।

অনুমোদিত আধিকারিক
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড,
'জার্ডিন হাউস', ফার্স্ট ফ্লোর,
৪, ক্লাইভ রো, কলকাতা- ৭০০০০১

তারিখ: ১১ মে, ২০২৬
স্থান: কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

ITC
Enduring Value

আইটিসি লিমিটেড
সিআইএন: L16005WB1910PLC001985
রেজিস্টার্ড অফিস: ভার্জিনিয়া হাউস, ৩৭ জওহরলাল নেহেরু রোড, কলকাতা ৭০০ ০৭১
ফোন: +৯১-৩৩-২২৮৮ ৯৩৭১ • ফ্যাক্স: +৯১-৩৩-২২৮৮ ২৩৫৮ • ই-মেল: isc@itc.in
ওয়েবসাইট: www.itcportal.com

ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে
কোম্পানির অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড এবং সাধারণ শেয়ারের হস্তান্তরকরণ

সদস্যদের এই মর্মে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন ২০১৩-এর ধারা ১২৪ এবং দ্য ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এবং রিফান্ড) বিধি, ২০১৬ অনুযায়ী, ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরের দাবিদারহীন ডিভিডেন্ড এবং কোম্পানির সাধারণ শেয়ার, যেগুলির ক্ষেত্রে উল্লেখিত আর্থিক বছর থেকে উপর্যুপরি সাত বছর ডিভিডেন্ডের কোনও অধিকার দাবি করা হয়নি, **সেইসব সাধারণ শেয়ারগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ) হস্তান্তর করার নির্দিষ্ট দিন ১২ই অগাস্ট, ২০২৬।**

এমনই অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড এবং শেয়ার সম্পর্কিত বিশদ তথ্যাবলি কোম্পানির কর্পোরেট ওয়েবসাইটে, যথাক্রমে **https://info-dividend-shares.itcportal.com/popup_new.aspx** এবং **https://info-dividend-shares.itcportal.com/popupiepf.aspx**-এ পাওয়া যাবে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের ব্যক্তিগতভাবে চিঠিও পাঠানো হয়েছে কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টস্-এর কাছে নথিভুক্ত করা ঠিকানায়।

সদস্যগণকে অদাবিকৃত ডিভিডেন্ডের জন্য **১১ই অগাস্ট, ২০২৬** তারিখ বা তার পূর্বে তাঁদের দাবি পেশ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এই ঠিকানায়: **ইনভেস্টর সার্ভিস সেন্টার (আইএসসি), আইটিসি লিমিটেড, ৩৭ জওহরলাল নেহেরু রোড, কলকাতা ৭০০০৭১** অথবা ইমেল পাঠাতে পারেন এই আইডি'তে: **isc@itc.in**। আইএসসি যদি উক্ত তারিখের মধ্যে কোনও দাবিপত্র পেয়ে না থাকেন, তাহলে কোম্পানি পূর্বে উল্লিখিত সংস্থান বিধি অনুযায়ী এইসব ডিভিডেন্ড এবং শেয়ার আইইপিএফ-এর কাছে হস্তান্তর করবে।

এই বিষয়ে কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে আইএসসি-র কাছে থেকে তা জেনে নিতে পারেন **১৮০০-৩৪৫-৮১৫২ (মাশুলবিহীন)** কিংবা ০৩৩-২২৮৮ ৬৪২৬/০০৩৪ নম্বরে টেলিফোন করে অথবা উপরোক্ত ইমেল আইডি'তে ইমেল পাঠিয়ে।

আইটিসি লিমিটেড
আর.কে.সিংহী
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট
এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

তারিখ: ১১ই মে, ২০২৬

ডয়েশ ব্যাঙ্ক এজি
 # ব্লক হাউস, দ্বিতীয় তল (ফার্স্ট ফ্লোর), ৯, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা-৭০০০৭১
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলামের প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

নিম্নস্বাক্ষরকারী ডয়েশ ব্যাঙ্ক এজি, অফিসের ঠিকানা: ব্লক হাউস, দ্বিতীয় তল (ফার্স্ট ফ্লোর), ৯, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা-৭০০০৭১-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফায়েসি) অ্যাক্ট, ২০০২ ('অ্যাক্ট')-এর ১৩(২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে লেখা তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ/ বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা-এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, ডয়েশ ব্যাঙ্ক এজি-এর নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত অনাদায়ী বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য উক্ত রুলসের রুল নং ৮-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা নিম্নলিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। এখানে নীচে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত তথ্য অনুযায়ী https://www.bankeauctions.com ওয়েবসাইটে দেওয়া ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা 'যেখানে যেমনভাবে যা কিছু আছে' ভিত্তিতে এই বিক্রি আয়োজিত হবে।

স্থাবর সম্পত্তি(গুলি)র বিবরণ

লট নং	লোন অ্যাকাউন্ট এবং ঋণগ্রহীতার নাম	সম্পত্তির বিবরণ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / বকেয়া অর্থাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণ)	ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত তথ্য	সংরক্ষণ মূল্য / ইএমডি / বিড বাড়ানোর ন্যূনতম অর্থাঙ্ক	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	ই-নিলামের তারিখ ও সময়
১.	৩০০০২৮০৩৬৯৫০০১৯/ ১০০০২৮০৩৬৯৫০০১৯ মেসার্স খুশ শাড়িজ প্রাঃ লিঃ (ঋণগ্রহীতা) মিঃ মহেশ কুমার সাঙ্খি (সহ-ঋণগ্রহীতা) মিসেস সুনীতা দেবী সাঙ্খি (সহ-ঋণগ্রহীতা)	'কোহিনুর' নামে চিহ্নিত ও পরিচিত বিল্ডিংয়ের ফার্স্ট ফ্লোরের দক্ষিণাংশে সামান্য কমবেশি ৭৪৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়াযুক্ত চিহ্নিত ফ্ল্যাট নং ৪ এবং বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ৯৮ বর্গফুট মাপের একটি পরিচারকের কোয়ার্টার নং ৭-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার প্রেমিসেস নং ১০৫, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬।	তারিখ: ২০.০৫.২০২১ ₹২,৪৫,৭০,১৪২.১৫ / ১৯.০৫.২০২১ অনুযায়ী + সুদ + অন্যান্য চার্জ	অ্যাকাউন্ট নং: ০৭৮৪৯৪০২৭০১০০৬৮ অ্যাকাউন্টের নাম: ডয়েশ ব্যাঙ্ক এজি ইএমডি সুবিধাপ্রাপকের নাম: ডয়েশ ব্যাঙ্ক এজি আইএফএসসি: DEUT0784PBC	₹ ৮২,০০,০০০.০০ / ₹৮,২০,০০০.০০ (সংরক্ষণ মূল্যের ১০%) / ₹২৫,০০০.০০ (বিড বাড়ানোর অর্থমূল্য)	১৫.০৫.২০২৬ সকাল ১১:০০টা থেকে দুপুর ২:০০টা	২৯.০৫.২০২৬ দুপুর ২.০০টা

এই ই-নিলাম 'যেখানে আছে' এবং 'যেমন আছে' ভিত্তিতে আয়োজন করা হচ্ছে।

১. অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বশেষ জ্ঞান ও তথ্যানুসারে, ওপরে লেখা সম্পত্তির ওপর কোনও প্রকার দায় বিদ্যমান নেই। অবশ্য, নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে সম্ভাব্য আগ্রহী বিডারদের নিজেদেরই নিলামে তোলা সম্পত্তি/গুলির দায়, স্বত্ব এবং সম্পত্তি/গুলিকে প্রভাবিত করতে পারে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে খোঁজখবর করে নিঃসন্দেহ হয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এই ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তিটি ব্যাঙ্কের তরফে কোনও প্রকার দায়বদ্ধতা বা প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না বা করে বলে ধরেও নেওয়া যাবে না। সম্পত্তি/গুলি ব্যাঙ্কের জানা বা অজানা যাবতীয় বিদ্যমান ও ভবিষ্যতের দায় সমেত বিক্রয় করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক বা সুরক্ষিত ঋণদাতা ওপরে লেখা সম্পত্তি/গুলির ক্ষেত্রে কোনও প্রকার তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন না। ২. নিজেদের দরপ্রস্তাব জমা দেওয়ার আগে পরিসম্পদ/গুলির বিশদ বিবরণ পরিদর্শন ও যাচাই করে নিঃসন্দেহ হয়ে নেওয়ার দায় দরদাতাদের ওপরই বর্তাবে। আগ্রহী দরদাতারা **১৫ মে, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টার মধ্যে** সম্পত্তি পরিদর্শনের অনুমতি পাবেন। ৩. আগ্রহী দরদাতারা তাঁদের ইএমডি বাবদ প্রদেয় অর্থাঙ্ক জমা দিতে পারবেন এই ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে: https://www.bankeauctions.com (ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সম্পূর্ণ বিনামূল্যে https://www.bankeauctions.com ওয়েব পোর্টালে লগ ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে নিজেদের নাম রেজিস্ট্রেশনের সময় সংগ্রহ করা যাবে)। ইএমডি বাবদ অর্থাঙ্ক এই প্রকাশনায় উল্লিখিত অ্যাকাউন্টে এনইএফটি/আরটিজিএস-এর মাধ্যমে জমা দেওয়া যাবে। উক্ত ওয়েব পোর্টালে রেজিস্ট্রেশনের (কেবলমাত্র একবারই) পর দরদাতাদের/ক্রেতাদের দরপ্রস্তাবের নথিসমূহ জমা করার শেষ তারিখ ও সময়ের আগে ওয়েব পোর্টালে এই সমস্ত নথির কপি আপলোড করে দিতে হবে— ক) এনইএফটি/আরটিজিএস চালান বা ডিমান্ড ড্রাফ্টের কপি; খ) প্যান কার্ডের কপি; গ) পরিচয়ের প্রমাণপত্র/ঠিকানার প্রমাণ (কেওয়াইসি) অর্থাৎ, ভোটার আইডি কার্ড/ড্রাইভিং লাইসেন্স/পাসপোর্ট ইত্যাদির কপি— যেগুলি না থাকলে সংশ্লিষ্ট দরদাতার দরপ্রস্তাব বাতিল করা হতে পারে। পরিশিষ্ট-II ও III (https://www.bankeauctions.com ওয়েব পোর্টাল থেকে ডাউনলোড করে নেওয়া যাবে)-এর স্ক্যান করা কপি আপলোড করতে হবে। এগুলি ঠিকঠাক পূরণ ও স্বাক্ষরিতও করাতে হবে। যে সমস্ত দরদাতার লগ ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড তৈরি, তথ্য আপলোড করা, দরপ্রস্তাবের নথি দাখিল করা, অনলাইন আপসমূলক দরাদরি ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দরকার, তাঁরা প্রয়োজনে এখানে যোগাযোগ করতে পারেন: মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, উদ্যোগ বিহার, ফেজ-২, গালফ্ পেট্রোকেম বিল্ডিং, বিল্ডিং নং-৩০১, গুড়গাঁও, হরিয়ানা, পিন-১২২০১৫, ই-মেল আইডি: support@bankeauctions.com, হেল্পলাইন নম্বর: ০১২৪-৪৩০২০২০/২১/২২/২৩, ৭২৯১৯৮১১২৪/১১২৫/১১২৬; সেলস এনকোয়্যারি: sales@bankeauctions.com, ৭২৯১৯৮১১২৯ এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে খোঁজখবরের জন্য যে কোনও কাজের দিনে (সোমবার থেকে শনিবার) অফিস চলার মেয়াদে যোগাযোগ করবেন এখানে: অনুমোদিত আধিকারিক: মিঃ সঞ্জীব যাদব, মোবাইল: ৯৮৩০৫৩৮০৭৫, ই-মেল আইডি: sanjeev.yadav@db.com। ৪. ওপরে লেখা ওয়েব পোর্টালে নিজেদের নাম রেজিস্টার করা (একবারই মাত্র করতে হবে) এবং নিজেদের আলাদা ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড তৈরি করে নেওয়ার পর আগ্রহী দরদাতারা নিজেদের দরপ্রস্তাব সংক্রান্ত নথিপত্র [ইএমডি (সংরক্ষণ মূল্যের কম হওয়া চলবে না) এবং ওপরের ক্রম নং-৩-তে উল্লিখিতমতো নথি] আপলোড করবেন ২৮ মে, ২০২৬ তারিখ বিকেল ৪টা বা তার আগে এবং কেবলমাত্র এই সব কাজের পরেই এগুলির বৈধতা যাচাই ও অনুমোদিত আধিকারিকের তরফে দেওয়া অনুমোদন সাপেক্ষে তাঁরা এই ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। 'ডয়েশ ব্যাঙ্ক এজি ইএমডি'-এর অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফ্ট রূপেও ইএমডি আদায় দেওয়া যাবে এবং অসফল বিডারদের ক্ষেত্রে এগুলি ফেরত দেওয়া হবে। ৫. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে সম্পত্তিগুলি বিক্রি করা হবে না। ৬. অনলাইনে আপসমূলক দরাদরির সময় বৈধ দরপ্রস্তাবদাতারা নিজেদের বিড অর্থাঙ্ক ওপরে 'বিড বাড়ানোর অঙ্ক'-তে উল্লিখিতমতো অর্থাঙ্কের গুণিতকে বাড়াতে পারবেন এবং ই-নিলাম শেষ হওয়ার শেষ ৫ মিনিটে (প্রতি ক্ষেত্রে ই-নিলাম শেষের ৫ মিনিট আগে) নতুন দরপ্রস্তাব দাখিল হলে ই-নিলাম নিজে থেকেই আরও ৫ মিনিট বেড়ে যাবে, অন্যথায় নিজে থেকেই ই-নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে। ই-নিলাম প্রক্রিয়ার শেষে যে দরদাতা সর্বাধিক দর (সংরক্ষণ মূল্যের চেয়ে কম হওয়া চলবে না) দাখিল করবেন, প্রয়োজনীয় তথ্য যাচাইয়ের পর তাঁকেই অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ঋণদাতা-এর তরফে সফল দরদাতারূপে ঘোষণা করা হবে। ৭. সফল দরদাতার বায়না জমা (ইএমডি) বিক্রয়মূল্যের অংশ হিসেবে ধরে রাখা হবে এবং অসফল দরদাতাদের ইএমডি ফেরত দেওয়া হবে। বায়না জমার ওপর কোনও সুদ মিলবে না। অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা বিডমূল্য গৃহীত হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সফল দরদাতাকে ইতিমধ্যে জমা দেওয়া ইএমডি অর্থাঙ্ক সমন্বয়ক্রমে বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে। বিক্রয়মূল্যের বাকি ৭৫% অর্থাঙ্ক সফল দরদাতাকে আদায় দিতে হবে বিক্রয় নিষ্পত্তির তারিখ থেকে ১৫তম দিন অথবা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯ অনুসারে কেবলমাত্র অনুমোদিত আধিকারিকের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে নির্ধারিত পরিবর্ধিত মেয়াদের মধ্যে। সফল বিডার এই নিয়ম মেনে বিক্রয়মূল্য জমা দিতে খেলাপি হলে ইতিমধ্যে তাঁর তরফে জমা করা যাবতীয় অর্থাঙ্ক অনুমোদিত আধি